শিশুর সৃজনশীলতা

ভুমিকাঃ প্রতিটি শিশু কৌতূহল ও কল্পনাশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে । আর সৃজনশীলতা হচ্ছে এমন একটি ক্ষমতা যার মাধ্যমে শিশু কৌতূহল ও কল্পনা শক্তিকে সমন্বিত করে ব্যবহার করে । যেসব শিশুকে সৃজনশীল হতে উৎসাহ দেওয়া হয় তারা যেকোনো সমস্যা সমাধানে অসাধারণ সব দক্ষতা অর্জন করে যার ইতিবাচক প্রভাব তাদের খেলাধুলা , পড়াশোনা , সম্পর্ক তৈরি , আবেগীয় ক্ষেত্র এবং পরবর্তী জীবনে ক্যারিয়ারের উপর পড়ে । তাই শিশু যত বেশি সৃজনশীল হবে , তার সফলতার সম্ভাবনাও তত বেশি বাড়বে ।

নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিঃ শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে অবশ্যয় নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে । কেননা শিশু পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ ও পরখ করে দেখবে এবং মুক্তভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে । তবে অবশ্যয় খেয়াল রাখতে হবে শিশু যেন কোনো ভাবেই আহত না হয় এবং অন্যদিকে যেন নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন না করে । এক্ষেত্রে বাবা-মাকে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক মণ্ডলীকে শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে খেয়াল রাখতে হবে ।

উপকরণ সরবরাহঃ শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য অবশ্যয় সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন । এক্ষেত্রে শিশুর বয়স , আগ্রহ , ইচ্ছা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে হবে । নিরাপদ খেলনা , রঙের বাক্স , লুডু , ক্যারাম , বিজ্ঞান বাক্স ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে ।

স্বীকৃতি ও পুরস্কারঃ শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে উৎসাহ , স্বীকৃতি , পুরস্কার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর তৈরি কোনো জিনিস , রঙ করা ছবি , পাজল সাজানো ইত্যাদি যা কিছু করুক না কেনো স্বীকৃতি দিতে হবে । তার আঁকা ছবি বাবা-মা কিংবা শিক্ষক দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে পারেন । এতে করে শিশুটি অনুপ্রাণিত হবে এবং অন্য শিশুরাও এসব কাজ দেখে উৎসাহিত হবে ।

সমস্যার সমাধানঃ যখন কোনো শিশু কোনো সৃজনশীল কাজ করবে তখন তাকে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধু করতে হবে । তাকে সরাসরি সমাধান না দিয়ে তাকেই সমস্যার সমাধান করতে দিতে হবে । এতে করে সে নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবংতার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে ।

মা-বাবার ভুমিকাঃ শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে বাবা – মাকে তাদের সামনে রোল মডেল বা আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে । যেমনঃ সুন্দর করে কথা বলা , আবৃত্তি করা , খাবার সুন্দর করে সাজানো , ঘর গুছিয়ে রাখা, সবাই মিলে একটি সৃজনশীল অথবা মজার কিছু করা , একসঙ্গে সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি । শিশুরা যেহেতু অনুকরণ প্রিয় তাই পরিবার থেকেই শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ সুন্দরভাবে ঘটতে পারে ।

শিক্ষকের ভুমিকাঃ শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষকেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে । কোনো শিক্ষার্থী ছবি আঁকতে , কোনো শিক্ষার্থী গান করতে , কোনো শিক্ষার্থী মাটির কাজ করতে আবার কোনো শিক্ষার্থী কাপড় দিয়ে বিভিন্ন নকশা তৈরি করতে আগ্রহবোধ করে । এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও স্বীকৃতি দিয়ে এসব কাজ করতে উদ্বুদ্ধু করতে পারেন । কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে । এতে করে তাদের সৃজনশীল কাজের গতি বাড়বে এবং অন্যরাও উৎসাহী হবে সৃজনশীল কাজ করতে ।

উপসংহারঃ শিশু শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছ থেকে উৎসাহ ও স্বীকৃতি পেলে সৃজনশীল কাজ করতে তারা আরও বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী হবে । পরবর্তীতে তারা আরও ভাল কিছু করার উৎসাহ পাবে । সমাজে সাধারণ শিশুদের সাথে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহযোগিতা করলে তারা পরিবার ও সমাজের বোঝা না হয়ে জনসম্পদে পরিনত হবে । শিশুর সৃজনশীল বিকাশই পারে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ উপহার দিতে ।